UNIC Dhaka

জাতিসংঘ সংবাদ
DATELINE UN

A Monthly News Bulletin from UNIC Dhaka

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা
আমাদের বিশ্বকে পরিবর্তনে ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা

জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০১৬ | January-February 2016

২৯তম বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা | Volume-XXIX, No. I & II

২০১৬ সাল হলো এগিয়ে যাওয়ার বছর

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা : আমাদের বিশ্বকে পরিবর্তনে ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা

২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এক ঐতিহাসিক জাতিসংঘ শীর্ষ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ২০৩০ উন্নয়ন এজেন্ডার ১৭টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেন, যা আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হয়েছে। আগামী ১৫ বছরে রাষ্ট্রগুলো সর্বজনীনভাবে সবার জন্য প্রযোজ্য এই নতুন লক্ষ্যমাত্রাগুলো নিয়ে সব ধরনের দারিদ্র্য বিমোচন, অসমতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং জলবায়ুর পরিবর্তন মোকাবিলায় তাদের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। একই সাথে এটা নিশ্চিত করবে কেউ যাতে বাদ না পড়ে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাফল্যের ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে এবং এর উদ্দেশ্য হলো সব ধরনের দারিদ্র্য বিমোচনকে এগিয়ে নেয়া। নতুন লক্ষ্যমাত্রাগুলো সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী যেখানে ধনী, গরিব এবং মধ্যম আয়ের সকল দেশকে ধরিত্রীকে সুরক্ষাসহ সমৃদ্ধ অর্জনের আহ্বান জানায়। লক্ষ্যমাত্রাগুলো স্বীকৃতি দেয় যে, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি, দারিদ্র্য বিমোচন এমন একটি কৌশল নিয়ে কাজ করবে, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা ও কাজের সুযোগসহ একগুচ্ছ সামাজিক চাহিদা নিয়ে কাজ করবে।

যদিও এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন বাধ্যতামূলক নয়, তথাপি এটা প্রত্যাশিত যে, বিভিন্ন দেশের সরকার এই অর্জনের মালিকানা গ্রহণ করবে এবং ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জাতীয় পর্যায়ে অবকাঠামোগত পরিবর্তন আনবে। প্রাথমিকভাবে প্রতিটি দেশের দায়িত্ব হলো লক্ষ্যমাত্রাগুলো অর্জনের ক্ষেত্রে নিয়মিত তদারকি ও পর্যালোচনা করা যার জন্য প্রয়োজন মানসম্পন্ন, সহজলভ্য ও সময়মত উপাত্ত সংগ্রহ। আঞ্চলিক তদারকি ও পর্যালোচনা জাতীয় পর্যায়ের বিশ্লেষণের ওপর নির্ভর করে করা হবে, যা বৈশ্বিক পর্যায়ে তদারকি ও পর্যালোচনায় অবদান রাখবে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি কীভাবে ব্যয় সাশ্রয়ী হতে পারে

কিন্তু তার আগে, নবায়নযোগ্য জ্বালানি কেন এতো গুরুত্বপূর্ণ সে কথাই আমাদের বলা দরকার। বিশ্ব এখন এক নজিরবিহীন ক্রান্তিকালের সম্মুখীন। অনেকে যে সমৃদ্ধি আজ ভোগ করছে এবং লক্ষকোটি মানুষ যে সমৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা ও সে লক্ষ্যে কাজ করছে তার প্রতি জলবায়ুর পরিবর্তন একটা প্রকৃত ও আসন্ন হুমকি। কিন্তু ব্যাপারটা অবশ্য তার চেয়ে বেশি। এটা এই গ্রহের সর্বাধিক ঝুঁকিতে থাকা নাগরিকদের অস্তিত্বের বিষয় এবং যে ইকোব্যবস্থা ও জীববৈচিত্র্যের নিরাপত্তা আমাদের বিধান করার কথা তার সুরক্ষার বিষয়। পরিবর্তনশীল জলবায়ুর বড় কারণ জীবাশ্মজাত জ্বালানি পোড়ানোজনিত নির্গমন, যদিও এর পেছনে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কারণও রয়েছে। জলবায়ুর পরিবর্তন থামানোর জন্য আমাদের এসব কার্বন-ঘন জ্বালানির ব্যবহার কমাতে হবে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি এই পরিকল্পনার মূল অংশ হতে পারে এবং তা হতেই হবে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি বর্ধিত বিস্তারণ আরো কিছু সুফলও বয়ে আনবে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি কর্ম সৃজন করে, স্থানীয় বায়ুদূষণ হ্রাস করে এবং এজন্য পানির প্রয়োজন হয় কম। নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রযুক্তি অনেকটা একান্তভাবে স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে এবং তাই বাইরের জ্বালানি নিরাপত্তার আঘাত থেকে আমাদের অর্থনীতিকে অন্তরিত করতে সাহায্য করে। গুরুত্বপূর্ণভাবে আমাদের অনেক সদস্য ও স্বাক্ষরকারী দেশের জন্য নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিদ্যুৎ লাভের পথ প্রসারিত করারও অন্যতম দ্রুততম উপায়। এসব অনেক প্রযুক্তি, বিশেষ করে সৌর আলোক (পিভি) ও উপকূলবর্তী বায়ুনির্ভর অত্যন্ত কৌষ্ঠিক প্রকৃতির প্রযুক্তির অর্থ এটাও যে, বিদ্যুৎ খাতের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো ব্যক্তি ও সম্প্রদায়গুলো তাদের নিজেদের বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় নিজেরাই সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। ফলে নবায়নযোগ্য

জ্বালানি প্রযুক্তি একটা অধিকতর গণতান্ত্রিক ও বণ্টনমূলক জ্বালানি ব্যবস্থার দিকে পরিবর্তন নিয়ে আসছে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানির সুফল অনেক ও সুস্পষ্ট হলেও তা গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় বাধা-বিপত্তি রয়েছে। বাজার কাঠামো, বিকাশমান নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণার অভাব, অর্থায়ন লাভে অসুবিধা, অর্থায়নে উচ্চ ব্যয়, অপ্রতুল নিয়ন্ত্রণ কাঠামো, জীবাশ্মজাত জ্বালানির কার্বন ও স্থানীয় বায়ুদূষণে নির্গমনের মতো কুফলগুলো দূর করার পারিতোষিকের অভাব, ছোট পরিসরের বাজার ও নীতির অনিশ্চয়তা ইত্যাদির সবকিছুই নবায়নযোগ্য জ্বালানি। বিস্তারণের পথে বাধা সৃষ্টি করছে। ভাগ্য ভালো যে, শিল্প, সরকার, অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান ও নিয়ন্ত্রকের নিরলস প্রচেষ্টায় এসব বাধার অনেকগুলোই দূর হয়ে যাচ্ছে।

২০১১ সালের পর থেকে প্রতি বছর বিদ্যুৎ উৎপাদনে যেসব নতুন সক্ষমতা যোগ হচ্ছে তার অর্ধেকের বেশি নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ প্রযুক্তির। আজকে ১৬৪টি দেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানির লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে, ২০০৫ সালে এ ধরনের দেশের সংখ্যা ছিল মাত্র ৪৩টি। ২০১৪ সালে বিশ্ব জ্বালানি খাতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি যোগ হয়েছে ১৩০ গিগাওয়াটের বেশি, যা একটা রেকর্ড এবং এ খাতে ২০০৪ সালের ৫ হাজার ৫শ' কোটি মার্কিন ডলার থেকে বিনিয়োগ বেড়ে ২০১৪ সালে ২৬ হাজার কোটি মার্কিন ডলার হয়েছে। ২০১৪ সালে নতুন সৌর পিভির সক্ষমতা ৪০ গিগাওয়াটের এক নতুন রেকর্ড ছুঁয়েছে এবং বায়ুচালিত বিদ্যুতেরও এ বছর ৫২ গিগাওয়াটের রেকর্ড হয়েছে।

সাশ্রয়ে উত্তরণের পথ

জ্বালানি খাতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রযুক্তি অর্থনীতির সম্ভাব্য ভূমিকা এবং কতোটা দ্রুততার সঙ্গে ও কী ব্যয়ে আমরা জ্বালানি খাতকে সত্যিকার একটা স্থিতিশীল পথে বদলে নিতে পারব তা অনুধাবন করা কষ্টকর। পরিতাপের কথা হলো, অধিকাংশ সরকারই নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রযুক্তির বিবর্তনে, যাকে অনেকে সঠিকভাবেই বিপ্লব বলবেন—তার প্রবণতা চিহ্নিত করার মতো প্রয়োজনীয় উপাত্ত প্রণালিবদ্ধভাবে সংগ্রহ করেননি। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যয় সম্পর্কে ভুল ধারণা বা সেকেলে উপাত্ত নীতির ফলপ্রসূতাকে খর্ব করেছে।

এই শূন্যতা পূরণ এবং নির্ভরযোগ্য কোনো উৎস থেকে নির্ভুল, সময়োচিত উপাত্তের ভিত্তিতে জোরালো নীতি গ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য ইরেনা (IRENA)

প্রায় ১৫ হাজার উপযোগিতা মাত্রার নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প ও প্রায় সাড়ে ৭ লাখ ক্ষুদ্র সৌর পিভি ব্যবস্থার একটি বিশ্বমানের উপাত্ত ভিত্তি গড়ে তুলেছে।

এই উপাত্ত থেকে উদ্ভূত প্রবণতা কেবল ব্যয় হ্রাসে বিস্তারণ নীতির সাফল্যই নয়, অধিকন্তু ভবিষ্যতে জ্বালানি খাতের রূপান্তরের গুরুত্বকেও তুলে ধরবে।

নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যয় সাশ্রয় ঐতিহাসিক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। বিদ্যুতের জৈবভর, পানি বিদ্যু, ভূতাপ ও উপকূলীয় বায়ু ইত্যাদির সবই এখন ভালো সম্পদ ও ব্যয় কাঠামো বিদ্যমান থাকার ক্ষেত্রে জীবাশ্মগত জ্বালানিনির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদনের তুলনায় বিদ্যুতের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান তুলে ধরতে পারে।

সৌর পিভি মডিউলের ২০০৯ সালের শেষে যে মূল্য ছিল তা ২০১৫ সালে ৭৫ থেকে ৮০ শতাংশ কমে এসেছে। ২০১০ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে উপযোগিতা মাত্রিক সৌর পিভি থেকে প্রাপ্ত বিদ্যুতের স্তরভিত্তিক মূল্য (এলসিওই) অর্ধেকে নেমে আসে। অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক উপযোগিতা-মাত্রিক সৌর পিভি প্রকল্পগুলো এখন কোনো আর্থিক সহায়তা ছাড়াই প্রতি কিলোওয়াট ঘণ্টায় (কে ডব্লুএইচ) মাত্র ০.০৮ মার্কিন ডলারে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে, সে তুলনায় জীবাশ্মজাত বিদ্যুতের মূল্য হলো প্রতিকিলোওয়াট ঘণ্টায় ০.০৪৫ থেকে ০.১৪ ডলার। এমনকি ২০১৭ সাল ও তার পরে আরো কম মূল্যে চুক্তি হবে। জীবাশ্মজাত জ্বালানির প্রাচুর্য সমৃদ্ধ একটি অঞ্চল দুবাইতে সাম্প্রতিক একটি দরপত্রে প্রতি কিলোওয়াট ঘণ্টায় ০.০৬ ডলার মূল্য এই পরিবর্তন সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরছে।

উপকূলবর্তী বায়ু এখন প্রাপ্ত বিদ্যুতের অন্যতম সর্বাধিক প্রতিযোগিতামূলক সাশ্রয়ী উৎস। প্রযুক্তির অগ্রগতির পাশাপাশি সংস্থাপন ব্যয়ের অব্যাহত হ্রাসের অর্থ হলো উপকূলবর্তী বায়ুভিত্তিক বিদ্যুতের মূল্য এখন জীবাশ্মজাত জ্বালানি মূল্যের সমান পর্যায়ে বা তারও কম। বিশ্বব্যাপী বায়ুভিত্তিক প্রকল্পগুলো এখন আরো কম প্রকল্প ব্যয়ে আর্থিক সহায়তা

ছাড়াই প্রতি কিলোওয়াট ঘণ্টায় ০.০৫ থেকে ০.০৯ মার্কিন ডলারে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ দিচ্ছে।

আজকে কেন্দ্রীভূত সৌর বিদ্যুৎ (সিএসপি) ও উপকূল অদূরবর্তী বায়ুভিত্তিক বিদ্যুৎ বৈশিষ্ট্যগতভাবে এখনো জীবাশ্মজাত জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পছন্দের তুলনায় অধিক ব্যয়ের, ব্যতিক্রম হলো টাইডাল ফ্যাটে উপকূল অদূরবর্তী বায়ুভিত্তিক বিদ্যুৎ। এ দুটি নবায়নযোগ্য জ্বালানির গুরুত্বপূর্ণ উৎস। উভয়ের মূল্য অব্যাহতভাবে হ্রাস পাবে বলে ভবিষ্যৎ জ্বালানি মিশনে তা ক্রমবর্ধমান ভূমিকা পালন করবে।

অধিক পরিপক্ব নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রযুক্তি—বিদ্যুতের জৈবভর, ভূতাপ ও পানি বিদ্যুতের মূল্য ২০১০ সালের পর থেকে ব্যাপকভাবে স্থিতিশীল রয়েছে। তবে যেখানে অনাহরিত অর্থনৈতিক সম্পদ রয়েছে, সেখানে এসব পরিপক্ব প্রযুক্তি যে কোনো উৎসের সর্বাধিক সস্তা কিছু বিদ্যুতের জোগান দিতে পারে।

আজকের নবায়নযোগ্য প্রযুক্তির সংস্থাপিত ব্যয় ও কৃতিত্ব এবং প্রচলিত প্রযুক্তি ব্যয়ের নিরিখে যথার্থ বিষয় হলো নবায়নযোগ্য জ্বালানি আর্থিক সহায়তা ছাড়াই জীবাশ্মজাত জ্বালানির সঙ্গে ক্রমবর্ধমানভাবে মুখোমুখি প্রতিযোগিতা করছে।

পরিবর্তনশীল নবায়নযোগ্য জ্বালানি অর্থনৈতিক উপলব্ধি জাগাচ্ছে

সত্যিকার স্থিতিশীল জ্বালানি ব্যবস্থা পেতে হলে বিদ্যুৎ সুবিধায় সৌর পিভি ও বায়ুভিত্তিক বিদ্যুৎকে দ্রুত একটা ক্রমবর্ধমান ভূমিকা পালন করতে হবে। তাই গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হলো এগুলোর প্রবর্তন এমনভাবে করা যাতে সমন্বয়ে বাড়তি ব্যয় ন্যূনতম হয়। দেরিতে নয়, বরং দ্রুতার সঙ্গে একক প্রযুক্তির উদ্যোগ থেকে সামগ্রিক ব্যয় ন্যূনতম করার দীর্ঘ মেয়াদি লক্ষ্য সংবলিত প্রযুক্তিতে উত্তরণের নীতিগত সহায়তা প্রয়োজন।

সৌর ও বায়ুনির্ভর জ্বালানির মতো পরিবর্তনশীল নবায়নযোগ্য সম্পদের বর্ধিত সমন্বয়ে কোনো কারিগরি বাধা নেই। স্বল্প পর্যায়ের ভেদনে গ্রিড সমন্বয়ের ব্যয় হবে ঋণাত্মক বা পরিমিত; তবে ভেদন বাড়লে ব্যয়ও বেড়ে যাবে। এটা হলেও জীবাশ্মজাত জ্বালানির স্থানীয় ও বৈশ্বিক পর্যায়ে পরিবেশগত মূল্য ধরা হলে পরিবর্তনশীল নবায়নযোগ্য উৎস বিদ্যুৎ সরবরাহের ৪০ শতাংশ জোগান দিলেও গ্রিড সমন্বয়ের ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে কম নিরুৎসাহব্যঞ্জক মনে হবে। অন্য কথায়, অনুকূল অবস্থা ও বাহ্যিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি মৌলিকভাবেই প্রতিযোগিতামূলক থেকে যায়। পরিবর্তনশীল জ্বালানি বিদ্যুৎ ব্যবস্থার জন্য বিভিন্ন প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে; কিন্তু নীতি একই। বিভিন্ন স্থানের আওতার মধ্যে প্রতিদিনের পরিবর্তনশীল চাহিদা পূরণের জন্য মিশ্র প্রযুক্তির দরকার হবে। পানি-বিদ্যুৎ, বিদ্যুতের জৈবভর, ভূতাপ ও তাপ বিদ্যুৎ সংবলিত বিএসপি হলো ভিত্তি সমৃদ্ধ প্রযুক্তি বা প্রেরণযোগ্য এবং গ্রিড পরিচালনের জন্য এটা বিশেষ কোনো সমস্যা সৃষ্টি করে না।

পরিবর্তনশীল নবায়নযোগ্য জ্বালানির জন্য সর্বোপরি ব্যবস্থা জুড়ে যে বাড়তি ব্যয় বিবেচিত হতে পারে তা পরিমিত।

সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার ব্যয় সংশ্লেষ বৈশিষ্ট্যগতভাবেই ন্যূনতম।

অবশ্য ভোল্টেজের ওঠানামা মোকাবেলা, বিরামের সুযোগ দেয়া এবং সৌর আলোক বা বায়ুর স্বল্পতার দীর্ঘ সময় অতিক্রমের সংকুলানের জন্য অতিরিক্ত সংরক্ষণে সার্বিক পদ্ধতিগত ব্যয় বাড়তে পারে।

তবু বিদ্যুৎ উৎপাদনে জীবাশ্মজাত জ্বালানি ব্যবহারের পরিবেশ ও স্বাস্থ্যগত বাহ্যিক বিষয়গুলোও বিবেচনা করতে হবে। এ ধরনের বিশ্লেষণ ছাড়া নবায়নযোগ্য জ্বালানি একটা অনুকূল অবস্থা পাবে না। (প্রতি টন CO_2-এর ২০ থেকে ৮০ ডলার মূল্য ধরে) CO_2 নির্গমনের বাহ্যিক কুফলসহ জীবাশ্মজাত জ্বালানি উৎপাদনে ক্ষতির পরিমাণ অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে হিসাব করলে জীবাশ্মজাত জ্বালানির উৎপাদন ব্যয় (দেশ ও প্রযুক্তিভেদে) প্রতি কিলোওয়াট ঘণ্টায় (কে ডব্লুএইচ) ০.০১ মার্কিন ডলার থেকে ০.১৩ মার্কিন ডলার বেড়ে যাবে। ফলে জীবাশ্মজাত জ্বালানির মূল্য বেড়ে হবে প্রতি কিলোওয়াট ঘণ্টায় ০.০৭ ডলার থেকে ০.১৯ ডলারের মধ্যে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যয় আরো হ্রাসের সম্ভাবনা

এ কথাটি আমাদের আলোচ্য নিবন্ধের শিরোনামের দিকে নিয়ে যায়। আলোচ্য বিষয়টি 'নবায়নযোগ্য জ্বালানি কীভাবে ব্যয় সাশ্রয়ী হতে পারে' তা নয়। কারণ নবায়নযোগ্য জ্বালানি ইতোমধ্যেই প্রতিযোগিতামূলক। প্রশ্ন হবে এই ব্যয় কীভাবে আরো কমিয়ে আনতে আমরা চেষ্টা চালাতে পারি এবং এই লক্ষ্য অর্জনে চ্যালেঞ্জগুলো কী। আজকে আমাদের সামনে এটাই বড় চ্যালেঞ্জ।

আইআরইএনএর বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রতিযোগিতার বিষয়টা সূক্ষ্ম তারতম্যের। স্থাপন ব্যয়ে ব্যাপক ব্যবধান রয়েছে, তা কেবল দেশগুলোর মধ্যেই নয়, বরং একই দেশের ভেতরেও। এসব ব্যবধানের কিছু কাঠামোগত বা নির্দিষ্ট প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিষয়; কিন্তু অনেকগুলোই উন্নততর নীতির মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব।

একই সঙ্গে সরঞ্জাম ও প্রকল্প উন্নয়নে ব্যয় হ্রাসের সুযোগগুলো খুঁজে বের করতে হবে। অবশ্য স্বল্প মূল্যের সরঞ্জামের যুগে ভবিষ্যতে ক্রমবর্ধমানভাবে হ্রাসকৃত প্রকল্প ব্যয়ের ভারসাম্য বিধান এবং পরিচালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও অর্থায়ন ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ ব্যয় কমিয়ে আনার চেষ্টা চালানো যেতে পারে।

ব্যয় হ্রাসের এসব সম্ভাবনার অর্গলমুক্তি এবং বাজারগুলোর মধ্যে ব্যয়ের পার্থক্য কমিয়ে আনা বিশ্বের অর্থনৈতিক, পরিবেশ ও সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। নবায়নযোগ্য জ্বালানির আকর্ষণীয় কাহিনীর পরবর্তী অধ্যায় তার অন্তর্নিহিত প্রতিযোগিতামূলক ধারার মাধ্যমে চালিত হবে। চিলি, জর্ডান, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ভারতের মতো দেশগুলো যেমন দেখছে যে, নবায়নযোগ্য জ্বালানি তাদের বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণে অনেক ক্ষেত্রেই অত্যন্ত স্বল্পব্যয়ের উৎস। অবশ্য নবায়নযোগ্য জ্বালানি ক্রমবর্ধমান হারে আরো প্রতিযোগিতামূলক হতে থাকলেও আমাদের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের এই গতি হবে অত্যন্ত মন্থর।

আমাদের একটি নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য, ব্যয়ভার বহনসাধ্য ও পরিবেশগতভাবে স্থিতিশীল জ্বালানি খাতের শরিকানামূলক লক্ষ্য অর্জনে নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিস্তারণ ত্বরান্বিত করার সুযোগ গ্রহণের এটাই সময়। কারণ, এটা করার জন্য এতো অল্প মূল্য আর কখনো হয়নি এবং এটা ক্রমবর্ধমান হারেই সেই পছন্দ যা আজ এবং শেষ পর্যন্ত ভোক্তাদের অর্থ বাঁচাবে।

নিবন্ধকার

আদনান জেড আমিন

সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবিস্থ আন্তর্জাতিক নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংস্থার মহাপরিচালক

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

মহামান্য রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন

জাতিসংঘ আবাসিক সমন্বয়কারী ও বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকবৃন্দ কর্তৃক কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতিসংঘ আবাসিক সমন্বয়কারী রবার্ট ওয়াটকিন্স ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ প্রথম প্রহরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ ও বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে দিবসটির উদযাপন শুরু হয়। এরপর জাতীয় সংসদের স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী, মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ, বিরোধী দলীয় নেতা, তিন বাহিনীর প্রধানগণ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীবাহিনীর প্রধানগণ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর শহীদ মিনার সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।

আন্তর্জাতিক হলোকাস্ট দিবস ২০১৬ পালিত : আলোচনা ও পোস্টার প্রদর্শনী

২৭ জানুয়ারি ২০১৬

হলোকাস্ট দিবসের অনুষ্ঠানে অতিথি ও অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

বক্তব্য রাখছেন জাতিসংঘ আবাসিক সমন্বয়কারী দপ্তরের মানবাধিকার বিষয়ক উপদেষ্টা মিকা কানেরভাভুরি

আন্তর্জাতিক হলোকাস্ট দিবস উপলক্ষে গত ২৭ জানুয়ারি ২০১৬ ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র হলোকাস্ট নিপীড়নের শিকার ব্যক্তিদের স্মরণে এক আলোচনা সভা ও পোস্টার প্রদর্শনীর আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘ আবাসিক সমন্বয়কারী দপ্তরের মানবাধিকার বিষয়ক উপদেষ্টা মিকা কানেরভাভুরি এবং অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান। অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. সায়মা আহমেদ, আশা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আবু হেনা মোস্তফা কামাল। বক্তাগণ হলোকাস্ট নিপীড়নের শিকার ব্যক্তিদের প্রতি তাদের সমবেদনা প্রকাশ করেন এবং পৃথিবীতে যে কোনো ধরনের নির্যাতন ও গণহত্যার মতো নৃশংস কাজের প্রতি নিন্দা প্রকাশ করেন। এছাড়াও বক্তাদের অনেকেই এ ধরনের হত্যাকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে এবং প্রতিটি ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শনের কথা ব্যক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন দুঃসহ দিনগুলোর কথাও স্মরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সবার মাঝে জাতিসংঘ মহাসচিবের বাণী এবং জাতিসংঘ বিষয়ক পুস্তিকা প্রদান করা হয়।

জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন কর্তৃক এসডিজি অ্যাডভোকেট নিয়োগ

জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন গত সেপ্টেম্বরে গৃহীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাগুলো অর্জনে প্রচারণামূলক কার্যক্রমে সহায়তার লক্ষ্যে অ্যাডভোকেট হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নাম ঘোষণা করেন। জাতিসংঘ মহাসচিবের উদ্যোগে গতি সঞ্চারণ এবং ২০৩০ সাল নাগাদ এসডিজি অর্জনে তার প্রতিশ্রুতিতে সহায়তার লক্ষ্যে নতুন নিয়োগকৃত এসডিজি অ্যাডভোকেটবৃন্দ রূপকল্প কার্যক্রম ও রূপান্তরিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য বাস্তবায়নে শক্তিশালী কণ্ঠ যোগ করবেন। এই ১৭টি লক্ষ্যমাত্রার উদ্দেশ্য হলো কাউকে বাদ না রেখে দারিদ্র্য বিলোপ, অসমতার বিরুদ্ধে লড়াই, জলবায়ুর পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রণ করা।

এসডিজি অ্যাডভোকেটবৃন্দ বিশ্বপরিমণ্ডলে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাগুলো তুলে ধরা, এর সাথে সম্পৃক্ত বৈশিষ্ট্যাগুলো সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে নতুন অংশীদারদের সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করবেন।

নানা বিষয়ে দক্ষ উপদেষ্টামণ্ডলী এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সুশীল সমাজ, শিক্ষাবিদ, সংসদ সদস্য এবং বেসরকারি সংস্থাগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নতুন ও যুগান্তকারী ধারণা উন্নয়ন এবং তা বাস্তবায়নের পথনির্দেশে কাজ করবেন। উল্লিখিত উপদেষ্টা পরিষদে রয়েছেন সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান, ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং শিল্পীবৃন্দ যারা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে বিশেষ নেতৃত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।

ঘানার রাষ্ট্রপতি জন দ্রামানি মাহামা এবং নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী এরনা সোলবার্গ উপদেষ্টা পরিষদের কো-চেয়ার হিসেবে নিয়োজিত থাকবেন। অন্য অ্যাডভোকেটবৃন্দ হলেন :

- বেলজিয়ামের মহামান্য রানী ম্যাথিলদে
- সুইডেনের মহামান্য রাজকন্যা ভিক্টোরিয়া
- মি. রিচার্ড কার্টিজ, চিত্রনাট্য লেখক, প্রযোজক এবং চলচ্চিত্র নির্দেশক
- অ্যাম্বাসেডর ধো ইয়াং-শিম, চেয়ারপারসন, জাতিসংঘ ওয়ার্ল্ড ট্যুরিজম অর্গানাইজেশনস-এর সাসটেনেবল ট্যুরিজম ফর এলিমিনেটিং পোভার্টি ফাউন্ডেশন
- মিস লেইমাহ বুয়ে, প্রতিষ্ঠাতা, বুয়ে পিস ফাউন্ডেশন
- মি. জ্যাক মা, প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী চেয়ারম্যান, আলিবাবা গ্রুপ
- মিসেস গ্রাসা ম্যাসেল, নির্বাহী প্রধান, ফাউন্ডেশন ফর কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট
- মি. লিও মেসি, বিশ্বখ্যাত ফুটবলার, ইউনিসেফ গুডউইল অ্যাম্বাসেডর
- হার হাইনেস শেখ মোজা বিনতে নাসের
- মিস আলা মুরাবিত, প্রতিষ্ঠাতা, দি ভয়েস অফ লিবিয়ান উইমেন
- মি. পল পোলম্যান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ইউনিলিভার
- প্রফেসর জেফ্রি সাচ, পরিচালক, আর্থ ইনস্টিটিউট এট কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি
- মিস শাকিরা মেবারাক, সঙ্গীতশিল্পী, অ্যাডভোকেট এবং প্রতিষ্ঠাতা, পাইস দেসকাললজোস ফাউন্ডেশন, ইউনিসেফ গুডউইল অ্যাম্বাসেডর
- মি. ফরেস্ট হুইটাকার, প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, হুইটাকার পিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ, ইউনেস্কো স্পেসাল এনভয় ফর পিস অ্যান্ড রিকন্সিলিয়েশন
- প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস, প্রতিষ্ঠাতা, গ্রামীণ ব্যাংক

কাউকেই পেছনে ফেলে রাখা যাবে না

মানবতা বিষয়ক এজেন্ডার রিপোর্ট উন্মোচনকালে মহাসচিব

মঙ্গলবার, ৯ ফেব্রুয়ারি, জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন বিশ্ব মানবিক শীর্ষ সম্মেলনের (ডব্লুএইচএস) আগে 'এক মানবতা : শরিকানামূলক দায়িত্ব' শীর্ষক রিপোর্ট উন্মোচন করেছেন। এই শীর্ষ সম্মেলন মে মাসে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত হবে।

সদস্য দেশগুলোর উদ্দেশে ভাষণে মহাসচিব জোর দিয়ে বলেন, এই সম্মেলন এমন একটি মুহূর্ত যা হলো মানবতার প্রতি এবং সঙ্কট রোধ ও নিরসন এবং মানুষের দুর্ভোগ ও ঝুঁকি লাঘবে প্রয়োজনীয় ঐক্য ও সহযোগিতার প্রতি আমাদের অঙ্গীকার নবায়নে একযোগে এগিয়ে আসার মুহূর্ত। তিনি বলেন, সংঘাত ও চিরদারিদ্র্যের মধ্যে এবং প্রাকৃতিক বিপদ ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতার মুখে বসবাসকারী কাউকেই পেছনে ফেলে রাখা যাবে না।

রিপোর্টে কার্যক্রম গ্রহণে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে সংঘাত রোধ ও অবসানে নেতৃবৃন্দকে তাদের দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ করা হয়েছে; দেশগুলোর প্রতি মানবতা সুরক্ষার নিয়মাচার সমুন্নত

রাখার দায়িত্ব পুনর্ব্যক্ত করার আহ্বান জানানো হয়েছে; প্রয়োজন মেটানোর মতো সাহায্য দেয়াকে লক্ষ্য করার আবশ্যকতার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং স্থানীয় সামর্থ্য বৃদ্ধি, ঝুঁকি হ্রাস এবং কার্যকর ও সামুদয়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাসহ মানবিক ক্ষেত্রে অধিক বিনিয়োগের আহ্বান জানানো হয়েছে।

আসন্ন প্যারিস চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

'একটি অপরিহার্য পদক্ষেপ' : মহাসচিব

জাতিসংঘ মহাসচিব ২২ এপ্রিল নিউইয়র্কে আয়োজিত জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত উচ্চ পর্যায়ের প্যারিস চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান সম্পর্কে সদস্য দেশগুলোকে বুধবার ১৭ ফেব্রুয়ারি ব্রিফ করেছেন।

স্বাক্ষর অনুষ্ঠানকে একটি অপরিহার্য পদক্ষেপ হিসেবে অভিহিত করে মহাসচিব বলেন, সদস্য দেশগুলোর এখন একটি সর্বজনীন, নাট্য, নমনীয় ও টেকসই জলবায়ু চুক্তি রয়েছে; কিন্তু আমাদের কাজ শেষ হয়ে যায় নি, শুরু হয়েছে মাত্র।

মহাসচিব বলেন, সরকারগুলোর জন্য চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান হবে এই প্রক্রিয়া এগিয়ে নেয়ার প্রথম সুযোগ, যা প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়ন ও অনুমোদনের দিকে নিয়ে যাবে এবং বিশ্বের দৃষ্টি জলবায়ু পরিবর্তনের দিকে দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ রাখবে। উল্লিখিত তারিখের মধ্যে নেতৃবৃন্দের

স্বাক্ষরের পূর্ণ ক্ষমতা থাকার আইনি প্রয়োজন নিশ্চিত করার জন্য দেশগুলোর প্রতি তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, চরম আবহাওয়ার ঘটনা, প্রাণ, ঘরবাড়ি, উৎপাদনশীলতা ও আশাহানির মধ্য দিয়ে নিষ্ক্রিয়তার মূল্য প্রতিদিন স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

আমাদের বিশ্বকে পরিবর্তনে ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা

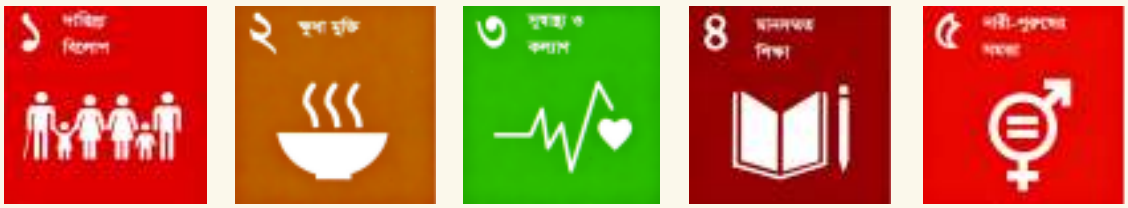

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)
২০৩০ এজেন্ডার ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা

লক্ষ্যমাত্রা ১ : সকল প্রকার দারিদ্র্য বিলোপ;
লক্ষ্যমাত্রা ২ : ক্ষুধামুক্তি, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টি অর্জন এবং টেকসই কৃষি ব্যবস্থার বিকাশ;
লক্ষ্যমাত্রা ৩ : সকলের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ;
লক্ষ্যমাত্রা ৪ : অন্তর্ভুক্তিমূলক, সুষম ও গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ;
লক্ষ্যমাত্রা ৫ : জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন করা;
লক্ষ্যমাত্রা ৬ : পানি সম্পদের প্রাপ্যতা ও ব্যবস্থাপনা এবং সকলের জন্য স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণ;
লক্ষ্যমাত্রা ৭ : সহজলভ্য, টেকসই এবং আধুনিক জ্বালানি নিশ্চিতকরণ;
লক্ষ্যমাত্রা ৮ : অন্তর্ভুক্তিমূলক, টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং উৎপাদনমুখী ও শোভন কর্মসংস্থান বিকাশ;
লক্ষ্যমাত্রা ৯ : টেকসই অবকাঠামো, অংশগ্রহণমূলক এবং টেকসই শিল্পায়ন ও উদ্ভাবন;
লক্ষ্যমাত্রা ১০ : দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় অসমতা হ্রাসকরণ;
লক্ষ্যমাত্রা ১১ : টেকসই, নিরাপদ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নগর ও জনপদ;
লক্ষ্যমাত্রা ১২ : টেকসই ভোক্তা ও উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;
লক্ষ্যমাত্রা ১৩ : অবিলম্বে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা;
লক্ষ্যমাত্রা ১৪ : সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং টেকসই ব্যবহার;
লক্ষ্যমাত্রা ১৫ : টেকসই স্থলজ প্রতিবেশ ও বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ ও ভূমি ক্ষয়রোধ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ;
লক্ষ্যমাত্রা ১৬ : টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অংশীদারিত্বমূলক সমাজ নির্মাণ, সকলের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণ এবং কার্যকর জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ এবং
লক্ষ্যমাত্রা ১৭ : লক্ষ্য বাস্তবায়নের উপায়সমূহ সুসংহতকরণ এবং বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব জোরদারকরণ।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা
আমাদের বিশ্বকে পরিবর্তনে ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক ইউএন হাউজ, আইডিবি ভবন, বেগম রোকেয়া সরণী, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক সংবাদ বুলেটিন : নির্বাহী সম্পাদক : এম. মনিরুজ্জামান, ফোন : ৯১৮ ৩০৮৬, ফ্যাক্স : ৯১৮৩১০৬ ওয়েব : www.unicdhaka.org

A Monthly News Bulletin published by the United Nations Information Centre, Dhaka, Bangladesh. Executive Editor: M. Moniruzzaman, Phone: 9183086 Fax: 9183106 e-mail: info.unic@undp.org, website : www.unicdhaka.org